AKASHVANI(Kolkata)
Regional News Unit
Date: 19/12/2025
Time: 7-35 AM

বিশেষ বিশেষ খবর –

১/ কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের সামনে তৃণমূলপন্থী BLO-দের লাগাতার বিক্ষোভ ও ধর্নার প্রেক্ষিতে নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন।

২/ SIR প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ২'হাজার ৮০০ জন অতিরিক্ত AERO নিয়োগের অনুমোদন।

৩/ 'বিকশিত ভারত জি-রাম-জি বিল ২০২৫' সংসদে পাশ হয়েছে। # এই বিলে প্রতি বছর ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করা হবে।

৪/ নদীয়ার তাহেরপুরে আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'পরিবর্তন-সংকল্প সভা' -কে কেন্দ্র করে তৎপরতা তুঙ্গে।

৫/ রাজ্য সরকার, আগামী শিক্ষাবর্ষে ২'হাজার ৩৩৮ টি প্রাইমারি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

****

কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক CEO অফিসের বাইরে তৃণমূলপন্থী BLO দের একাংশের লাগাতার বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে এই মর্মে পাঠানো প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। জানা গেছে, আজ সকাল থেকেই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে নেবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। দপ্তরের কোনও আধিকারিক সরকারি গাড়ি নিয়ে বাইরে গেলেও তাঁর সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, SIR এর কাজ চলার মধ্যেই BLO দের একাংশের বিক্ষোভ ধর্নায় বেশ কয়েক দফায় উত্তেজনা ছড়ায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের সামনে। এর প্রেক্ষিতেই নিরাপত্তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে, ভোটার তালিকার নীবিড় সংশোধন কর্মসুচি SIR প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপ গুলির জন্য নির্বাচন কমিশন ২৮০০ জন অতিরিক্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (এএইআরও) নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী ওই আধিকারিকদের বিভিন্ন জেলায় ব্যবহার করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

****

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ায় এই প্রথম কোনও ভোটারকে শো-কজ করল নির্বাচন কমিশন। একজন ভোটার, কলকাতার শ্যামপুকুরে ও উত্তর ২৪ পরগণার অশোকনগরে দুটি পৃথক এনুমারেশন ফর্ম জমা দিয়েছেন বলে অভিযোগ ওঠায় কমিশন তদন্ত শুরু করে। প্রাথমিক তদন্তে দেখা গিয়েছে, একটি ফর্মে ভোটারের নিজের সই থাকলেও অন্য ফর্মে সই রয়েছে তাঁর এক আত্মীয়ের।

বিষয়টি স্পষ্ট করতে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে শো-কজ নোটিস পাঠানো হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে।

****

বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন গ্রামীণ বা বিকশিত ভারত জিরাম জি বিল ২০২৫ সংসদে পাশ হয়েছে। ২০ বছরের পুরনো মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন ২০০৫-এর পরিবর্তে এই বিল আনা হয়েছে।

গতকাল রাজ্যসভায় আলোচনার জবাবী ভাষণে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, গরীব কল্যাণই বর্তমান সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য এবং অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে কোনোরকম তফাত্ নেই। তিনি উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যোগ্য নেতৃত্বে মনরেগা প্রকল্প এই বিলে যথাযথভাবে কার্যকর হয়েছে। মনরেগা-য় পূর্বতন UPA সরকার মাত্র ২ লক্ষ ১৩ হাজার কোটি টাকা খরচ করে। অন্যদিকে, মোদী সরকার সেক্ষেত্রে খরচ করছে ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার কোটি টাকা।

(বাইট- শিবরাজ সিং)

পরিসংখ্যান দিয়ে শ্রী চৌহান জানান, UPA সরকারের আমলে ২০০৬ সাল থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত এক হাজার ৬৬০ কোটি কর্মদিবস সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যদিকে এনডিএ সরকারের আমলে কর্মদিবস সৃষ্টি হয়েছে তিন হাজার ২১০ কোটি। নতুন এই আইন রূপায়িত হলে প্রতিটি রাজ্যের জন্যই ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলেও শ্রী চৌহান জানান। তিনি অভিযোগ করেন, ইউপিএ সরকারের আমল থেকেই মনরেগাকে ঘিরে বিভিন্ন দুর্নীতির ঘটনা নজরে এসেছে। কিন্তু নতুন এই বিলের উদ্দেশ্য হল দুর্নীতি দূর করে স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করা, আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং উন্নত গ্রাম গড়ে তোলা।

উল্লেখ্য, এই বিল রূপায়নে কেন্দ্র ৬০ শতাংশ এবং রাজ্য সরকার ৪০ শতাংশ ব্যয় ভার বহন করবে। তবে উত্তর পূর্বাঞ্চল ও হিমালয় সন্নিহিত রাজ্যগুলিকে দিতে হবে মোট বরাদ্দের মাত্র ১০ শতাংশ। বাকি ৯০ শতাংশ বহন করবে কেন্দ্র।

একটি প্রতিবেদন –ভয়েসকাস্ট (কাশফিন)

****

নতুন বিলে ১০০ দিনের পরিবর্তে ১২৫ দিনের কাজের নিশ্চয়তা থাকায় খুশী এই কাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক থেকে সাধারণ মানুষ। মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরের একজন সুবিধাপ্রাপক আকাশবাণীকে জানালেন, সরাসরি কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ থাকায় তাঁরা আরো বেশি করে উপকৃত হবেন।

(বাইট- শুভ দাস)

১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে মহাত্মা গান্ধীর নাম পরিবর্তন করায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী যে সমালোচনা করেছেন, সেবিষয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে গান্ধীজীর নামের প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি লুট হয়েছে। তিনি বলেন, গান্ধীজিকে যথাযোগ্য মর্যাদা একমাত্র বিজেপি দিয়েছে।

(বাইট- শমীক ভট্টাচার্য্য)

****

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি শিল্পপতিদের এরাজ্যে বিনিয়োগের আবেদন জানিয়েছেন। আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে আয়োজিত ‘বিজনেস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভে’ যোগ দিয়ে গতকাল তিনি জানান, রাজ্যে ধর্মঘট বন্ধ করে দেওয়ায় গত ১৪ বছরে কোন কর্ম দিবস নষ্ট হয়নি। ফলে রাজ্যে শিল্পের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে কি ধরণের উন্নতি হয়েছে তার খতিয়ান তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্মেলনে জানানো হয় ফলতায় প্রস্তাবিত জাহাজ নির্মাণ কারখানায় এক বছরের মধ্যে উৎপাদন শুরু করবে। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বেশ কয়েকটি শিল্প প্রকল্পের উদ্বোধন ছাড়াও চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে একটি নীতির উদ্বোধন করেন।

এদিকে আজকের সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী যে সব দাবি জানিয়েছেন বিজেপি তা খারিজ করেছে। কলকাতায় গতকাল সাংবাদিক বৈঠকে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেছেন পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যেখানে শিক্ষিত যুব সমাজকে চপ, মুড়ি বা ঘুগনি বিক্রির পরামর্শ দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতি রাজ্যের ব্যর্থ শাসনের প্রতিফলন। রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়ে না ওঠা পর্যন্ত কোন শিল্প গড়ে ওঠা সম্ভব নয় বলে তিনি দাবি করেন।

****

পশ্চিমবঙ্গের মোট ৯টি জায়গায় মাটির তলায় সোনা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় খনি মন্ত্রক। বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যর এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, রাজ্যের একাধিক জেলায় প্রাথমিক সমীক্ষায় সোনার অস্তিত্বের ইঙ্গিত মিলেছে। খনি মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, কালিম্পং, দার্জিলিং সহ মোট ৯টি এলাকায় মাটির তলায় সোনা থাকতে পারে। এই এলাকাগুলির মধ্যে অধিকাংশ জায়গাকেই বর্তমানে প্রাথমিক সমীক্ষার স্তরে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ খনিজ অনুসন্ধানের ভাষায় যাকে বলা হচ্ছে জি-৪ স্তর ।

বাঁকুড়া জেলার হংসাডুগরি-র ক্ষেত্রে সম্ভাবনা আরও এক ধাপ এগিয়ে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। ওই এলাকাকে রাখা হয়েছে জি-৩ স্তরে। খনিজ অনুসন্ধানের পরিভাষায় জি-৩ স্তর মানে, প্রাথমিক সমীক্ষার পর সেখানে বিস্তারিত অনুসন্ধান হয়েছে এবং খনিজের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে বেশি বলেই মনে করা হচ্ছে।

****

নদীয়ার তাহেরপুরে আগামীকাল (বিশে ডিসেম্বর) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরিবর্তন সংকল্প সভা-কে কেন্দ্র করে তৎপরতা তুঙ্গে। এই জনসভাকে ঘিরে বিজেপির তরফ থেকে জোরদার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। রাজ্য বিজেপি মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার গতকাল কৃষ্ণনগর সদর শহরে পথ চলতি সাধারণ মানুষকে প্রধানমন্ত্রী সভয় যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান।

****

প্রধানমন্ত্রীর সভার প্রেক্ষিতে যাত্রীভিড় সামাল দিতে পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশন আগামীকাল কল্যাণী-লালগোলা সেকশনে অতিরিক্ত ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই অনুসারে আগামীকাল লালগোলা-রানাঘাট EMU স্পেশাল লালগোলা থেকে সকাল সাড়ে ছ'টায় ছেড়ে সকাল ৯ টা ২৫ মিনিটে রানাঘাটে পৌঁছাবে এবং কল্যানী ও কৃষ্ণনগরের মধ্যে দুটি EMU স্পেশাল আগামীকাল সকাল৭ টা ৪০ মিনিটে ও ৮ টা ৪ মিনিটে কল্যাণী থেকে ছেড়ে সকাল ৮ টা ৩৬ মিনিট ও ৯ টায় কৃষ্ণনগরে পৌঁছাবে।

এদিকে, আগামীকাল কয়েকটি মেল/এক্সপ্রেস ট্রেন অতিরিক্ত স্টপেজ দেবে। পাশাপাশি, আগামীকাল দুপুর ১২ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টার মধ্যে রানাঘাট ও লালগোলার মধ্যে যাতায়াতকারী সমস্ত EMU ও MEMU ট্রেন রানাঘাট ও লালগোলা মধ্যে সমস্ত স্টেশনে থামবে বলে রেল সূত্রের খবর।

****

রাজ্য সরকার, আগামী শিক্ষা বর্ষে রাজ্যের ২ হাজার তিনশো ৩৮ টি প্রাইমারি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এব্যাপারে ব্যাপারে রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তরের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ আজ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। ২০০৯-এ শিক্ষার অধিকার আইনে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার পঞ্চম শ্রেণীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আওতায় আনার উদ্যোগী হয়। ইতিমধ্যে ধাপে ধাপে বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ধাপে ধাপে আগামী ২০২৯ এর মধ্যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তবে All Post Graduate Teachers' Welfare Association এর সম্পাদক চন্দন গড়াই বলেন এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বলেছেন, পর্যাপ্ত শিক্ষক এবং প্রাইমারি স্কুলগুলিতে শ্রেণি কক্ষ সহ পরিকাঠামো না থাকার কারণে সমস্যা বাড়বে। বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক আনন্দ হান্ডা শ্রেণী ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানিয়ে বলেছেন, তা না হলে প্রাথমিকের চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত যতটুকু পড়া হতো তাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে তিনি মনে করেন।

****

জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে উত্তুরে বাতাসের গতিপ্রকৃতি বদলে যাওয়া এবং পূবালী বাতাসের প্রভাবে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশী। আগামী এক সপ্তাহ তাপমাত্রা একই রকম থাকবে বলে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান হবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন।

আলিপুরে আজ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৬ দশমিক ৬’ডিগ্রি সেলসিয়াস- স্বাভাবিকের থেকে যা এক দশমিক ৫ ডিগ্রী বেশী।

দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই সকালের দিকে মাঝারী থেকে ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে।

****